RASHTRA HEET UDYOG HEET SHRAMIK HEET
BHARATIYA MAZDOOR SANGH
ভারতীয় মজদুর সংঘ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা
Head Office : Milan Sangha, Pillar No. : 15,
Agartala Udaipur Road. PIN : 799008
Phone No. : 8837494929 / 9862215792

Received Visit 29/2/24

Ref. No. F.1(10)-BMS/WD/22/391 Date : 29/02/2024

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সমীপেষু,
ত্রিপুরা সরকার।

বিষয়:- **রাজ্যের শ্রমিক, শিক্ষক-কর্মচারীহিতে BMS এর দাবীসনদ পূরণে আবেদন।**

মহোদয়,

আপনি নিশ্চয় অবগত রয়েছেন যে, গত ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ইং দুইদিনব্যাপী আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ভারতীয় মজদুর সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশ এর ৩য় ত্রিবার্ষিকী রাজ্য সম্মেলন সুসম্পন্ন হয়েছে।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন BMS এর অখিল ভারতীয় মহামন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্র হিমতে জি, অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন মন্ত্রী তথা BMS উত্তরপুর্বাঞ্চলের প্রভারী শ্রী গনেশ মিশ্রা জি।

সম্মলনে রাজ্যের শ্রমিক, শিক্ষক-কর্মচারী হয়ে BMS এর বিভিন্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে বেশ কিছু দাবী উঠে এসেছে। রাজ্যের সার্বিক অবস্থার বিচার বিবেচনা করে রাজ্য, আমাদের রাজ্য ত্রিপুরা কে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যকে প্রধান্য দিয়ে সেইসকল দাবীগুলো মধ্যে থেকে যেসকল দাবীগুলো পূরণ বর্তমানে রাজ্যের শ্রমিক, শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য অতিআবশ্যক সেই দাবীগুলোকেই সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে পাস করা হয়েছে যার প্রতিলিপি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখিত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ BMS ত্রিপুরা প্রদেশ সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত দাবীগুলো আমরা BMS, ত্রিপুরা প্রদেশ আপনার মাধ্যমে, আপনার মন্ত্রীসভার কাছে তুলে ধরা হচ্ছে এই আশায় যে, আপনি ও আপনার নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যের শ্রমিক, শিক্ষক-কর্মচারীহিতে কথা বিবেচনা করে, ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দাবীগুলো পূরণে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহন করবেন।

BMS, ত্রিপুরা প্রদেশ সর্বদাই রাষ্ট্রহিতে কাজ করে যাওয়া সরকারের সাথে রয়েছে, তাই আমাদেরও আশা ও বিশ্বাস রাজ্য সরকারও BMS এর সাথে থাকবে।

নমস্কারান্তে,

( )
সম্পাদক,
ভারতীয় মজদুর সংঘ,
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা

দাবী সনদ

A. অসংগঠিত ক্ষেত্র (১১ দফা দাবী) ।

1. পরিবহন ক্ষেত্রের দাবী :-

i) **রাজ্য পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ বোর্ডের গঠন করা।**

এই বোর্ড প্রতিষ্ঠা করলে ত্রিপুরায় পরিবহন শ্রমিকদের কল্যাণের প্রয়োজন মেটাবে। এই ধরনের বোর্ড পরিবহন সেক্টরের সাথে জড়িত কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক মঙ্গল নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই শ্রমিকদের নির্দিষ্ট চাহিদার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হল রাজ্যের পরিবহন পরিকাঠামোতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখা ব্যক্তিদের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।

ii) **যানবাহনের জ্বালানির উপর রাজ্য সরকারের ট্যাক্সের উপর 50% ছাড়:**

প্রস্তাবটি গাড়ির জ্বালানিতে রাজ্য সরকারের আরোপিত করের উপর একটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস, বিশেষত এটি 50% ছাড়ের পরামর্শ দেয়। এই পরিমাপের লক্ষ্য হল পরিবহণ অপারেটর এবং ভোক্তা উভয়ের উপর আর্থিক বোঝা কমানো, এটি আরও সক্রিয় এবং মজবুত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। জ্বালানী খরচের সম্ভাব্য হ্রাস পরিবহন সেক্টরের অর্থনৈতিক কার্যকারিতায় অবদান রাখতে পারে এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

iii) **বীমা পরিমাণে 50% হ্রাস করা।**

প্রস্তাবটি পরিবহন সেক্টরে যানবাহনের জন্য প্রয়োজনীয় বীমার পরিমাণ 50% কমানোর পক্ষে সমর্থন করে। এই হ্রাস পরিবহন অপারেটরদের উপর আর্থিক বাধ্যবাধকতা সহজ করার চেষ্টা করে। তাদের পক্ষে বীমা প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলা আরও সম্ভবপর হয়। বীমা খরচ কমানো সেক্টরের মধ্যে যানবাহন পরিচালনার সামগ্রিক ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের পেশকৃত প্রস্তাবগুলোর যথার্থতা বিচার বিবেচনা করে সম্মেলনে উপস্থিতিদের সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবগুলোকে গ্রহণ করা হয় এবং প্রস্তাবিত ও গৃহীত প্রস্তাবগুলোকে BMS, ত্রিপুরা প্রদেশের মধ্যমে রাজ্য সরকারের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২য় পৃষ্ঠায়..

Secretary,
Bharatiya Mazdoor Sangha,
Agartala, Tripura (W).

iv) **ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা/ চীফ মিনিষ্টার জন আরোগ্য যোজনায় চিকিৎসার বীমা কার্ড, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর সহ বি পি এল কার্ড নিশ্চিত ভাবে প্রদান করা।**

২০২৩ সালের মার্চ মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে রেজিস্টার্ড অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা ৮ লক্ষ, ৪৪ হাজার ৮২৩ জন, যা রাজ্যের মোট জন সংখ্যার প্রায় ২২%। এই বিশাল সংখ্যক অসংগঠিত শ্রমিকরা নিম্ন আয়ভূক্ত এবং এরা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল। চিকিৎসা জনিত ব্যয়, বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাদের দৈনিক আয় ব্যহত হয়। এই পরিস্থিতিতে অসংগঠিত শ্রমিকরা সুষ্ঠ ভাবে তাদের পরিবার প্রতিপালন করতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন, অথচ রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণে এই অসংগঠিত শ্রমিকরাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই রাজ্যের সমস্ত অসংগঠিত সশ্রমিকদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাদের সুন্দর, সুস্থ ও সসম্মানে জীবনজাপনের অধিকারের স্বার্থে অবিলম্বে অসংগঠিত শ্রমিকদের নিশ্চিতভাবে উপরিউক্ত তিনটি সরকারী স্কীম প্রদান করতে হবে।

v) **ব্যাটারি চলিত যানগুলোকে রাজ্যে পরিচালিত অন্যান্য যানের ন্যায় পরিবহন দপ্তরের অন্তর্গত পারমিট এর আওতায় অন্তর্ভুক্তি করন।**

রাজ্যে LMV যানগুলোকে রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের অন্তর্গত পারমিট গ্রহনের মধ্যমেই পরিচালন করতে হয়। কিন্তু ইহা পরিলক্ষিত যে রাজ্যে বর্তমানে ব্যাটারি চলিত যানগুলোর ক্ষেত্রে রাজ্যের পরিবহন দপ্তর হতে কোন পারমিট গ্রহণ করতে হচ্ছেনা । ফলে রাজ্যে ব্যাটারি চলিত যানের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধির কারণে রাজ্যে পারমিট গ্রহনের মধ্যমেই পরিচালিত (পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী LMV) যানের দৈনন্দি €ন আয় মাত্রারিক্ত হ্রাস পাচ্ছে এবং উদ্ধমুখী দৈনন্দিন জীবনের পণ্যশামগ্রীর ব্যয়ভার বহন করে পরিবারকে নিয়ে জীবনযাপন করা কঠিন থেকে কঠিনতম হয়ে উঠছে।

vi) **৬০ বছর বা ৬০ বছর বয়স উত্তীর্ণ রাজ্যের সকল অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক ভাতার নিশ্চয়তা প্রদান করা।**

৬০ বছর বা তার উর্ধ্বে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। ৬০ বছর বা তার উর্ধ্বে আমাদের রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত সামাজিক পেনশন প্রকল্প চালু হয়নি। অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত সমাজিক পেনশন প্রকল্প চালু না থাকার ফলে বার্ধক্যকালীন অবস্থায় নিজেদের এবং পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য-সদস্যাদের জন্য চিকিৎসার ব্যয়ভার সহ ভরণপোষণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যদিও ৬০ বছর বা ৬০ বছর বয়স উত্তীর্ণ নাগরিকদের জন্য বার্ধক্যকালীন ভাতা প্রকল্প চালু রয়েছে তা সত্বেও বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে অনেক অসংগঠিত শ্রমিকরা ৬০ বছর বয়স বা ৬০ বছর বয়স উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও এই সকল সামাজিক ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে রাজ্যের সকল অংশের অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক ভাতা প্রকল্পের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

৩য় পৃষ্ঠায়..

Secretary,
Bharatiya Mazdoor Sangha,
Agartala, Tripura (W).

vii) **২০২৩ সালে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনী কাজে, আইন শৃঙ্খলা ও অন্যান্য সরকারী কাজে ব্যবহার করা পরিবহন গুলির বকেয়া বিল পরিবহন শ্রমিক ও মালিকদের স্বার্থে অবিলম্বে পরিশোধ করা।**

রাজ্য পরিবহন গুলির উপর অসংখ্য মালিক ও শ্রমিক এবং তাদের পরিবারবর্গের জীবন জীবিকা নির্ভরশীল। ২০২৩ সালের ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের কাজে অনেক বাস ও ছোট গাড়ি মালিকদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়, তাছাড়া আইন শৃঙ্খলা ও অন্যান্য সরকারী কাজেও এই গাড়ি গুলিকে ভাড়া নেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি দীর্ঘ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত গাড়িগুলির বকেয়া বিল পরিশোধ করা হয়নি। যার ফলে এই সকল পরিবহনের উপর নির্ভরশীল মালিক ও শ্রমিক উভয়ই দুঃসহ জীবন-যাপন করছেন। অনেক পরিবহন মালিক ব্যাঙ্কের লোনের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছেন না। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের কাজে গাড়ি ভাড়া দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং পরিবহন মালিক ও সেই সাথে যুক্ত অসংখ্য শ্রমিকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে অবিলম্বে সেই সব বকেয়া বিল পরিশোধ করতে হবে।

পরিশেষে ইহাও উল্লেখিত যে, গড়ে, প্রতিটি পরিবারের 13.2% বাজেট পণ্য ও পরিষেবা পরিবহনে ব্যয় করা হয়। পরিবহন খাত প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্য কাঠামোর মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে, একটি দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই অবদান বহুমুখী, যানবাহন উৎপাদন, ট্রাফিক নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ, এবং দক্ষ যানবাহন ব্যবস্থাপনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। এই সেক্টরের তাৎপর্য নিহিত রয়েছে জনগণ এবং পণ্যের নিরাপদ এবং মসৃণ চলাচলের সুবিধার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কর্মশক্তি দ্বারা সমর্থিত।

পরিবহন নেটওয়ার্কগুলি সরবরাহ শৃঙ্খলের জীবনরক্ত হিসাবে কাজ করে, যে কোনও দেশের অর্থনীতির মৌলিক কাঠামো গঠন করে। এই সেক্টরে শ্রমিকদের ব্যাপক সম্পৃক্ততা এর আর্থ-সামাজিক প্রভাবকে নির্দেশ করে। তদুপরি, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে, যেখানে আন্তঃসংযোগ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, পরিবহন ক্ষেত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের সাথে 856 কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানা সহ ত্রিপুরার নির্দিষ্ট ঘটনা পরিবহন খাতের গুরুত্বকে আরো জোরদার করে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমে তৃতীয় সমন্বিত চেকপোস্ট স্থাপন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের নতুন পথ উন্মোচন করার জন্য প্রস্তুত। এই কৌশলগত উন্নয়ন শুধু আঞ্চলিক সংযোগই বাড়ায় না বরং বৃহত্তর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সহযোগিতার জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে পরিবহন সেক্টরের ভূমিকাকেও গুরুত্ব দেয়।

৪র্থ পৃষ্ঠায়..

Secretary,
Bharatiya Mazdoor Sangha,
Agartala, Tripura (W).

2. <u>ত্রিপুরা চা (Tea) মজদুর ক্ষেত্রের দাবী</u> :-

i) **চা-শ্রমিকদের নূন্যতম দৈনিক মুজুরি মং ৪৫০/- টাকা করা।**

ত্রিপুরায় চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন, মাত্র মাথাপিছু ১৭৬ টাকা দৈনিক। যেখানে কেরালায় চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৪৫০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গে ২৫০টাকা, আসামে ২৫০ টাকা। তুলনা করলে দেখা য়ায় আমাদের রাজ্যের একজন অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি দৈনিক ৫০০ টাকা নুন্যতম। এই অবস্থায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের সাথে তুলনা করলে চা-শ্রমিকদের সৈনিক মজুরি অতি সামান্য। এই সামান্যতম মজুরি দিয়ে চা-শ্রমিকরা তাদের পরিবার প্রতিপালনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে চা-শিল্পের উপর। তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চা-শ্রমিকদের মজুরি নুন্যতম ৪৫০টাকা দৈনিক করতে হবে।

ii) **রাজ্যের চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং চিকিত্সা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির স্বার্থে চা-শ্রমিকদেরকে ESIC প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা।**

রাজ্যটি তিন দিকে বাংলাদেশ ঘেরা, ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ সামান্তবর্তী বাগান শ্রমিকরা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে খুইে দুর্বিসহ অবস্থায় জীবননাপন করছে। রাজ্যের চা শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, পুষ্টি, সুলভশৌচাগার, বিশুদ্ধ পানীয় জল ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা ছিলনা। মালিকেরা শ্রমিকদের উপর ইংরেজদের মত অমানবিক শাসন ব্যবস্থা চালু করে রেখেছিল। রাষ্ট্র বিরুধী শ্রমিক সংগঠনগুলো বিগত দিনে বাগান মালিকদের সংঘ মিলেমিশে শ্রমিকদের ঠকিয়ে ব্যক্তিগত লাভালাভে নিযুক্ত থাকতো। আজকের দিনে শ্রমিকরা সেই দুঃশাসন থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন জীবনযাপন করছে।

iii) **রাজ্য সরকারের Tripura Tea Development Corporation (TTDC) এর অধীনে যে বোর্ড গঠন করা হয়, সেই বোর্ডে চা-শ্রমিকের একজন কার্যকর্তাকে অন্তর্ভূক্ত করা।**

রাজ্যের চা শ্রমিকদের হয়ে রাজ্যের চা শ্রমিকদের সমস্যাগুলোকে রাজ্য সরকারের নিকট নিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে রাজ্য সরকারের Tripura Tea Development Corporation (TTDC) এর অধীনে যে বোর্ড গঠন করা হয়, সেই বোর্ডে চা-শ্রমিকের একজন কার্যকর্তাকে অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত প্রযোজন বোধ করছে ভারতীয় মজদুর সংঘ।

3. <u>ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস মজদুর ক্ষেত্রের দাবী</u> :-

TNGCL সংস্থায় কর্মরত, রাজ্যের দক্ষ শ্রমিকদ্বয়, যাদের Outsourcing মধ্যমে TNGCL সংস্থায় নিযুক্তকরণ করা হয়েছিল, সেসকল দক্ষ শ্রমিকদের TNGCL সংস্থার নিজেস্ব Pay-Roll এর অন্তভুক্ত করা।

১৯৯০ সালের ১০ জুলাই, ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (TNGCL) ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা পূর্ব ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি। TNGCL হল GAIL (India) লিমিটেড, ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ত্রিপুরা সরকারের একটি উদ্যোগ) এবং আসাম গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আসাম সরকারের একটি উদ্যোগ) এর মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগ। TNGCL আগরতলা শহরের গার্হস্থ্য, বাণিজ্যিক এবং শিল্প ইউনিটগুলিতে

৫ম পৃষ্ঠায়..

Secretary,
Bharatiya Mazdoor Sangha,
Agartala, Tripura (W).

পরিবেশ-বান্ধব এবং সাশ্রয়ী প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করে। TNGCL এর গ্যাস সরবরাহে প্রায় 100% নির্ভরযোগ্যতার ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (PNG) এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী ছাড়াও, TNGCL হল প্রথম কোম্পানী যেটি পূর্ব ভারত জুড়ে CNG (কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) স্টেশন স্থাপন করে, প্রতিদিন গড়ে 10000 গাড়িতে জ্বালানি দেয়। পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (PNG) ছাড়াও বর্তমানে রাজ্যে, ৮ টি CNG (কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস) স্টেশন রয়েছে এবং পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যে প্রকারভেদে ১২০০০ মত CNG চালিত পরিবহন রয়েছে যার নূন্যতম ৫০% প্রতিদিন CNG স্টেশনগুলোতে আসতে হয় এবং এই ৫০% সাথে TNGCL এর ব্যবসা হয়ে থাকে। সমস্ত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বলাবাহুল্য যে, আমাদের রাজ্যে ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (TNGCL) নিঃসন্দেহে একটি সুনামধন্য লাভজনক সংস্থা। যার পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা অংশের দক্ষ শ্রমিকগণ। তাশর্তে আজকের দিনেও, TNGCL সংস্থায় কর্মরত রাজ্যের দক্ষ শ্রমিকগণদের Outsourcing এর মধ্যমে নিযুক্তকরণ পদ্ধতি বহাল থাকায় TNGCL সংস্থায় কর্মরত রাজ্যের দক্ষ শ্রমিকগণদের সর্বপ্রকারের বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে।

আমাদের ভারতীয় মজদুর সংঘের যেটা মূল ভিত্তি যে, "শ্রমিকগন সর্বদাই উদ্যোগহিতে কাজ করবে এবং উদ্যোগও শ্রমিকহিতের বিষয়টা বিবেচনা করবে" যাতে করে দেশেরে উন্নয়নের বাহক শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বিষয়টাও অব্যাহত থাকে।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এবং ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মোকাবেলা করতে গিয়ে TNGCL সংস্থায় কর্মরত রাজ্যের দক্ষ শ্রমিকদ্বয়, যাদের Outsourcing মধ্যমে নিযুক্তকরণ করা হয়েছিল, সেসকল দক্ষ শ্রমিকদের TNGCL সংস্থার নিজেস্ব Payroll অন্তভুক্ত করতে হবে।

B. <u>সংগঠিত ক্ষেত্র (৯ দফা দাবী)</u>

1. ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া ২৬% D.A. অবিলম্বে প্রদান করা।

সরকারী কর্মচারী প্রতিটা সংকারের চালিকাশক্তি হিসাবে শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সরকারের উন্নয়নমুখী জনকল্যাণ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করা সহ সহকারী পরিকাঠামোকে সুদৃঢ় ভাবে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের অবদান অপরিসীম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের উন্নতহারে D.A. প্রদান করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরুপ আসামে ৪৬%, অরুনাচলপ্রদেশে ৪৬%, রাজস্থানে ৪৬%, ঝাড় খন্ডে ৪৬%, সিকিমে ৪২%, নাগাল্যান্ডে ৪২%, গোয়ায় ৪৬%, উড়িষ্যায় ৪৬%, উত্তরপ্রদেশে ৪৬%। সেই তুলনায় ত্রিপুরার কর্মচারীরা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। সুতরাং রাজ্যের কর্মচারীদের এই D.A. ব্যবধান কমিয়ে আনতে এবং কর্মচারীদের প্রাপ্য দাবীকে মর্যাদা দিয়ে অবিলম্বে কর্মচারীদের জন্য বকেয়া ২৬ শতাংশ D.A. প্রমান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়..

Secretary,
Bharatiya Mazdoor Sangha,
Agartala, Tripura (W).

2. **রাজ্য সরকারে কর্মচারীদের মধ্যে বেতন অসঙ্গতি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং H.R.A., C.A..M.A. ইত্যাদি এলাউন্স কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মতো হুবহু প্রদান করতে হবে।**

২০১৭ সাল থেকে সরকারী কর্মচারীদের যাদের চাকুরী জীবনে প্রমোশনের সুযোগ নেই তাদের চাকুরীর জীবনের ১০ বছর, ১৭ বছর, ২৫ বছর গ্রেডেশানের পরিবর্তে শুধুমাত্র একটি ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কর্মচারীদের একটি বিরাট অংশ আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই সকল কারণে সকল রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের সমান ভাবে ২.৫৭ শতাংশ ফিটম্যান ফ্যাক্টর কার্যকরি করতে হবে এবং ২০১৭ সালের MACP প্রথার বিলোগ করে ২০১৭ সালের পূর্বের ন্যায় গ্রেডেশান চালু করতে হবে।

3. **রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সকল ক্যাজুয়েল, পার্টটাইম, ডি.আর ডক্ল কর্মচারীদের নিয়মিত কর্মচারীদের মতো বেতন প্রদান করতে হবে এবং Fixed-Pay কর্মচারীদের ৫ বছরের পরিবর্তে ৩ বছরে নিয়মিতকরণ।**

ভাবতীয় মজদুর সংঘ সমকাজে সম বেতন নীতিতে বিশ্বাসী। রাজ্য সরকারের সার্কুলার থাকা সত্বেও বিভিন্ন দপ্তরে ক্যাজুয়েল ওয়ার্কার এবং পার্ট-টাইম ওয়ার্কারদের নিয়মিতকরন করা হচ্ছেনা। এই সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের সামান্যতম মুজুরির বিনিময়ে বিভিন্ন অফিসে নিয়মিত কর্মচারীদের মতো কাজ করানো হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়ে এই সামান্যতম মুজুরি দিয়ে অনিয়মিত কর্মচারীরা তাদের পরিবারবর্গকে নিয়ে দু'সহ অবস্থায় দিন গুজরান করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে জীবনমানের সমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারের অধীনস্থ সকল ক্যাজুয়েল, পার্ট-টাইম, ডি.আর ডক্ল কর্মচারীদের নিয়মিত সরকারী কর্মচারীদের মতো তাদেরও নিয়মিত বেতন কাঠামো প্রদান করতে হবে এবং Fixed-Pay কর্মচারীদের ৫ বছরের পরিবর্তে ৩ বছরে নিয়মিতকরণ করতে হবে।

4. **ডাই ইন হারনেস চাকুরীর ক্ষেত্রে ৫০ বছরের উর্ধ্বে কোন কর্মচারীর মৃত্যু হলে পূর্বের নিয়ম মতো সেই মৃত কর্মচারীর পরিবারে কোন যোগ্য প্রার্থীকে সরকারী চাকুরীর সুযোগ প্রদান করা।**

বর্তমানে কোন সরকারী কর্মচারীর ৫০ বছর বা তার বেশী বয়সে মৃত্যু হলে সেই মৃত কর্মচারীর পরিবারের কোন সদস্য/সদস্যাকে ডাই-ইন হারনেস এর নিয়ম অনুযায়ী সরকারী চাকুরীর সুযোগ প্রদান করা হয়না। পরিবারের একমাত্র অবলম্বন সরকারী চাকুরির সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সেক্ষেত্রে বহু পরিবার থেসে হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই সেই মৃত কর্মচারীরদের পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে পূর্বের নিয়ম মতো সেই মৃত কমচারীর পবিবারের কোন যোগ্য প্রার্থীকে সরকারী চাকুরীর সুযোগ প্রদান করতে হবে।

5. **রাজ্যের কর্মচারীদের অবসরকালীন গ্র্যাচুয়িটির পরিমান কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা।**

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা অবসরকালীন ২০ লক্ষ টাকা গ্র্যাচুয়িটি পান তা যেন দা পেমেন্ট অব গ্র্যাচুয়িটি, সি.সি.এস. পেনশন) কলস, ১৯৭২ অনুযায়ী রাজ্যের কর্মচারীদেরকেও অবসরকালীন ২০ লক্ষ টাকা গ্র্যাচুয়িটি প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭ম পৃষ্ঠায়

Secretary,
Bharatiya Mazdoor Sangha,
Agartala, Tripura (W).

6. আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ীকর্মী ও সহায়িকাদের সাম্মানিক ভাতা এবং অবসরকালীন ভাতা বৃদ্ধি করা।

আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকারা আমাদের সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর, সুস্থ ও সবল ভাবে বাঁচতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষত COVID-19 মহামারিতে জনগণের আপতকালীন সেবায় তাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাই এই আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী তাদের সহায়িকাদের বর্তমান পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানউন্নয়নে তাদের সাম্মানিক ভাতার পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া তাদের অবসরকালীন ভাতা যথাক্রমে মাসিক ৫০০০ টাকা এবং ৩৫০০ টাকা করতে হবে।

7. ত্রিপুরার একমাত্র মাঝারি শিল্পকেন্দ্র ত্রিপুরা জুটমিলকে রাজ্যের স্বার্থে তাবিলম্বে চালু করা।

হাপানীয়াস্থিত ত্রিপুরার একমাত্র মাঝারি শিল্পকেন্দ্র জুটমিল ত্রিপুরার গর্ব। এই শিল্পকেন্দ্রে উৎপাদন ব্যবস্থা বিগত সরকারের সময়ে স্থিমিত হয়ে গড়ে। বর্তমানে রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত। রাজ্যের শিল্পকেন্দ্রের রুগ্নদশা কাটিয়ে রাজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা।

8. ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ (TMC) ও হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা কলেজ অব নার্সিং এর সমস্ত কর্মচারীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা এবং আগরতলা সরকারী মেডিক্যাল কলেজের (AGMC) এর মতো তাদের (TMC) বেতন ভাতা সহ সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।

২০০৯ সালে তৎকালীন সরকার সোসাইটি ফর ত্রিপুরা মোডিক্যাল কলেজ তৈরী করে কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ২০১৪ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগরতলা সরকারী মেডিক্যাল কলেজের মতো বেতন ভাতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। ২০১৮ সালে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ২.২৫ ফ্যাক্টর কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ০.৩২ ফ্যাক্টর সহ অন্যান্য ছুটিছাটা ও সুযোগ-সুবিধা ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্মচারীদের দেওয়া হয়নি। তাই আগরতলা সরকারী মেডিক্যাল কলেজের (AGMC) মতো বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সমূহ ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ (TMC) ও হাসপাতাল কর্মচারীদের প্রদান করতে হবে।

9. ত্রিপুরার অবসরপ্রাপ্ত হোম গার্ডদের জন্য মাসিক পেনশন সর্বনিম্ন ৫(পাঁচ) হাজার টাকা করা।

ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে সমর্থন করে, যারা, তাদের সমগ্র জীবন সেবার জন্য উৎসর্গ করার পর তাদের সম্মুখীন হওয়া চ্যালেঞ্জগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া। ত্রিপুরার অবসরপ্রাপ্ত হোম গার্ডদের জন্য পেনশন বর্তমানে ২৫০০.০০ টাকা। এই ২৫০০.০০টাকার পেনশনের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই ধরনের একটি অর্থ অপরিহার্য খরচ, বিশেষত স্বাস্থ্যসেবা খরচ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতিসমান্য। এটি অবসর-পরবর্তী আর্থিক সহায়তার পর্যাপ্ততা সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করে, বিশেষ করে যখন চিকিৎসা যত্নের সাথে যুক্ত ক্রমবর্ধমান ব্যয় বিবেচনা করে। যা সীমিত পেনশন আয়ের ব্যক্তিদের উপর একটি কঠিন থেকে কঠিনতম বোঝা হয়ে উঠে।

এই সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে বরিষ্ঠ নাগরিক সংঘ, ত্রিপুরা প্রদেশ এবং ভারতীয় মজদুর সংঘ অবসরপ্রাপ্ত হোম গার্ডদের জন্য পেনশনের সর্বনিম্ন মাসিক পেনশন ৫০০০.০০ টাকার কম হওয়া উচিত নয় বলে দাবী জানাচ্ছে।

( )

সম্পাদক,

ভারতীয় মজদুর সংঘ,

পশ্চিম ত্রিপুরা **জেলা।**